ইউনিট ১৯

বস্ত্রের ব্যবহারিক পাঠ

ভূমিকা

মানুষের দেহকে আচ্ছাদিত করে দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পোশাকের প্রয়োজন হয়। আর সভ্যতার বিকাশের ধাপে ধাপে মানুষ উন্নত ধরনের পোশাক আবিষ্কার করে ও তাতে নতুনত্ব এবং বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটায়। আধুনিক যুগে এই বৈচিত্রের বিকাশের তাগিদে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের সেলাই শিক্ষায় গুরুত্ব যে তার নিজস্ব বস্ত্র তৈরির পাশাপাশি আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। সেই গুরুত্ব উপলব্ধি করে এসএসসি প্রোগ্রামে গার্হস্থ্য অর্থনীতির ব্যবহারিক পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য সালোয়ার কামিজ ড্রাফটিং, ছাঁটা ও সেলাই, উলের ব্লাউজ তৈরি এবং পুরানো কাপড় দিয়ে পাপোশ তৈরির নিয়ম নীতি সন্নিবেশিত হল। এই বিষয়গুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ সর্বজন স্বীকৃত বিধায় কিশোরীরা এই ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করে তাদের নিজস্ব দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়াস পাবে বলে আশা রাখি।

এ ইউনিটের বিষয়বস্তুকে ৭টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে

- পাঠ-১৯.১ : ড্রাফটিং
- পাঠ-১৯.২ : সঠিক পদ্ধতিতে দেহের মাপ গ্রহণ
- পাঠ-১৯.৩ : সেলাইয়ের বিশেষ নিয়ম কানুন
- পাঠ-১৯.৪ : সালোয়ার ড্রাফটিং, ছাটা ও সেলাই
- পাঠ-১৯.৫ : কামিজের ড্রাফটিং, ছাটা ও সেলাই
- পাঠ-১৯.৬ : উলের ব্লাউজ বোনা
- পাঠ-১৯.৭ : পুরানো কাপড় দিয়ে পাপোশ তৈরি

পাঠ ১৯.১

ড্রাফটিং

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ড্রাফটিং এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ড্রাফটিং এর সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যেকোন পোশাকের ড্রাফটিং করতে পারবেন।

ড্রাফটিং

কোন বিশেষ পোশাক তৈরির জন্য কাপড় কাটার আগে দেহের সঠিক মাপ ও নিয়ম অনুযায়ী যে নক্শা আঁকা হয় তাকেই ড্রাফটিং বলে।

ড্রাফটিং সুবিধা হল

১. ড্রাফটিং করে কাপড় ছাঁটলে পোশাকের ফিটিং ভালো হয়।
২. কাপড়ের অপচয় রোধ হয়।
৩. কাপড় নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না।

যারা প্রাথমিক অবস্থায় পোশাক তৈরি করতে যায়, তাদেরকে আগে দেহের মাপ অনুযায়ী নক্শা তৈরি করে কেটে নিতে হয়।

যেকোন পোশাকের যথাযথ ড্রাফটিং এর জন্য প্রয়োজন হয়

(ক) দেহের যথাযথ মাপ

(খ) আনুমানিক উপকরণ

(ক) দেহের যথাযথ মাপ : ড্রাফটিং এর জন্য দেহের নির্দিষ্ট অংশের মাপ জানার প্রয়োজন হয়। যেমন- মোট ঝুল কোমরের ঘের বুকের মাপ, পায়ের লম্বা, হিপের মাপ, কাঁধ, পুট, হাই, মুহুরী, গলার মাপ, লম্বা ইত্যাদি।

(খ) আনুমানিক উপরণাদি: ড্রাফটিং করার জন্য প্রয়োজন হয় গজ ফিতা, পেন্সিল, বাদামি কাগজ, কাঁচি, পিন, পিন কুশণ, দর্জির চক ইত্যাদি।

ড্রাফটিং এর জন্য প্রয়োজনীয় উল্লেখিত উপকরণাদি হাতের কাছে না থাকলে এবং দেহের সঠিক মাপ জানা না থাকলে কোন ভাবেই আদর্শ মাপের পোশাক তৈরি সম্ভব নয়। কোন কারণে গুণগত মানের অবমূল্যায়ন ঘটবে কারণ ভুল ড্রাফটিং দিয়ে তৈরি পোশাক কখনই নির্ধারিত দেহের মাপের চাহিদা মিটাতে পারবে না। তাই ড্রাফটিং অবশ্যই নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ড্রাফটিং অনুযায়ী কাপড় ছাঁটার সময় লক্ষণীয় বিষয়গুলি হল:

১. কাপড় যথাসম্ভব দুই ভাঁজ করে রাখতে হবে যাতে কাপড়ের অহেতুক অপচয় না হয়।
২. পরে কাপড়ে চিহ্ন দিতে হলে কাপড়ের সোজা দিক এক সংগে ভাঁজ করে ভিতরের দিকে রাখা উচিত।

৩. কাপড়টিকে সুন্দর করে টেবিলের উপর বিছিয়ে নেওয়া উচিত যাতে কাপড়টির টেবিলের বাইরে ঝুলে না পড়ে।
৪. সুতা সমান করে সম্পূর্ণ কাপড়টি ভাঁজ করা উচিত।
৫. কাপড় ছাঁটার পূর্বে ড্রাফটিং এর সব অংশগুলি কাপড়ের উপর সঠিকভাবে রেখে পরীক্ষা করে নিতে হবে যাতে কাপড়ে জামা বা পোশাকটি কুলিয়ে যায়।
৬. ড্রাফটিং কাগজের অংশগুলি আলপিনের সাহায্যে কাপড়ে এমনভাবে চেপে আটকাতে হয় যাতে সুতা ঠিক জায়গায় থকে। এতে কাপড়ের সাথে ড্রাফটিং এর অংশগুলি পরে মজবুতভাবে লেগে থাকে।
৭. পিন আটকাবার সময় কাগজের সাথে লম্বাভাবে এবং সরু দিকটি বাইরের দিকে দিয়ে অল্প কয়টা সুতা গাঁথা উচিত।
৮. কাপড় কাটার সময় কাঁচি দিয়ে বড় বড় করে মসৃণভাবে কাটা উচিত এবং কাপড় কাটার সময় কখনই কাপড়কে হাতের উপর তুলতে নাই। এই ক্ষেত্রে বাম হাত দিয়ে ড্রাফটিং ও কাপড় হাল্কা ভাবে চেপে ধরে ডান হাতে কাঁচি চালানো উচিত যাতে কাপড় কাটায় ভুল ত্রুটি না থাকে।

পাঠ ১৯.২

সঠিক পদ্ধতিতে দেহের মাপ গ্রহণ

উদ্দেশ্য

- পোশাক তৈরির জন্য সঠিকভাবে মাপ নেওয়ার নিয়ম কানুন বর্ণনা করতে পারবেন।
- দেহের কোন কোন অংশের মাপ প্রয়োজন তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন।
- কোন পোশাকের জন্য দেহের কোন অংশ হতে মাপ নিতে হবে তা চিহ্নিত করতে পারবেন এবং নিজেই মাপ নিতে সক্ষম হবেন।
- একটি নির্দিষ্ট পোশাকের সঠিক মাপ জেনে পোশাক তৈরি করতে পারবেন।

যেকোন ধরনের পোশাকই তৈরি করুন না কেন এর প্রধান ও প্রথম পদক্ষেপ হল দেহের সঠিক মাপ গ্রহণ। দেহের মাপের সাথে কাপড়ের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ কী পরিমাণ কাপড় প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করবে দেহের মাপের উপর এবং পোশাকের ডিজাইনের উপর।

দেহের মাপ নিতে গেলে যে জিনিসগুলি প্রয়োজন হবে তা হল

১. ১ টি ১৫০ সে.মি. লম্বা মাপ নেওয়ার ফিতা
২. কাগজ
৩. পেন্সিল
৪. স্কেল

মাপ নেওয়ার সময় যে বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবে

১. যার মাপ দেয়া হবে তাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।
২. মাপার ফিতা সোজা করে ধরতে হবে।
৩. মাপ নেওয়ার সময় দুই হাত ব্যবহার করতে হবে।
৪. মাপ নিয়ে সংগে সংগে কোন অংশের মাপ নেওয়া হচ্ছে সেই অংশের নাম কাগজের বাম পাশে এবং ডান পাশে সেই অংশের মাপ লিখে রাখতে হবে।
৫. পোশাকের জন্য দেহের মাপ গ্রহণের নিয়ম।

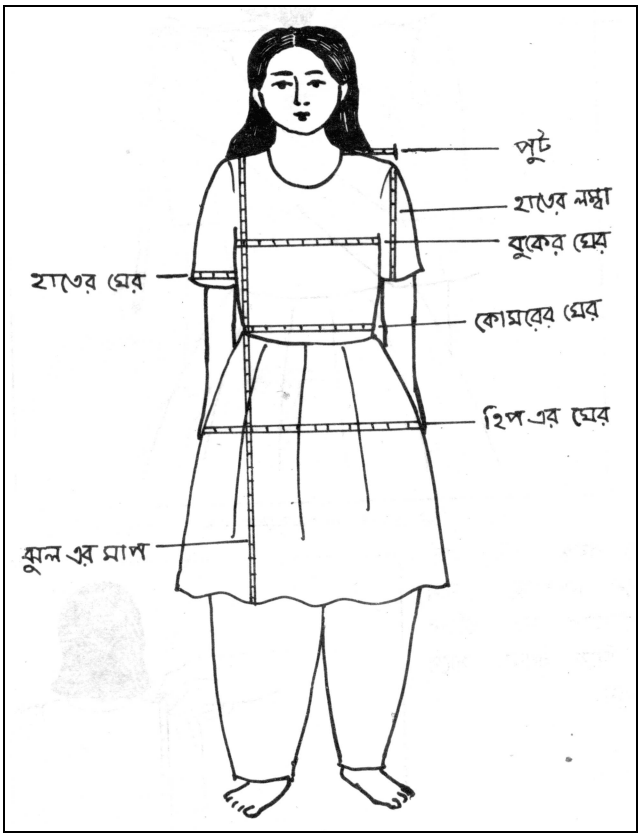

চিত্র ১৯.১ ঃ পোশাকের জন্য দেহের মাপ নেওয়ার পদ্ধতি

১. উচ্চতা/ঝুলের মাপ

মোট ঝুল বলতে বোঝায় যে পোশাক তৈরি করা হবে তার লম্বার মাপ।

ঝুলের মাপ নেওয়ার পদ্ধতি নিম্নরূপ-

(ক) মাপার ফিতাটিকে বাম হাতে নিতে হবে। ফিতার ১ম ইঞ্চির মাথার দিকটি বাম হাতে ধরে ঘাড়ের উঁচু হাড়ে বসান এবং চাপ দিয়ে ধরুন।

(খ) এই বার ডান হাতে ঝুলের প্রয়োজন অনুযায়ী লম্বার নিচের দিকে নামিয়ে দিন। লক্ষ্য রাখবেন ফিতা ঢিলা করে রাখবেন না, টানটান করে রাখুন।

সালোয়ার, পায়জামা বা প্যান্টের জন্য ঝুল মাপার সময় কোমর হতে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত মাপ নিতে হবে।

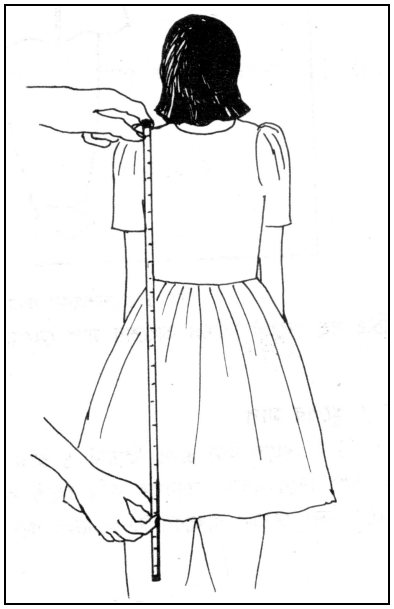

চিত্র ১৯.২ ঃ উচ্চতা/ঝুলের মাপ

কামিজ বা ফ্রকের জন্য এভাবে ঝুল মাপা হয়।

২. বুক/ছাতির মাপ

বুকের মাপ বলতে বোঝায় বগলের নীচ দিয়ে ফিতা ঘুরিয়ে বুকের সবচেয়ে স্ফীত অংশের ঘের বা পরিধি। এই অংশের মাপ নেওয়ার নিয়ম হল-

(ক) বগলের নীচ দিয়ে বুকের সর্বোচ্চ অংশের উপর দিয়ে ফিতাটি দেহের চারিদিকে ঘুরিয়ে নিন।

(খ) বুকের মাপ নেওয়ার ফিতার দুই মাথায় সংযোগ স্থলে তর্জনী ধরুন। তর্জনী যেন ফিতার ভিতরের দিকে খুব সহজেই প্রবেশ করানো যায়। তাহলে তৈরি পোশাক মাপমত হবে, আঁটশাট হবে না।

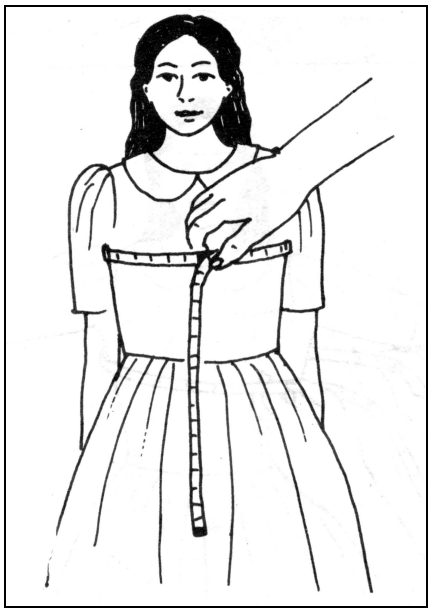

চিত্র ১৯.৩ ঃ বুক/ছাতির মাপ

৩. কোমরের মাপ

কোমরের সবচেয়ে সরু অংশের ঘেরকে কোমরের মাপ বলে। কোমরের সবচেয়ে সরু অংশের চারিদিকে ফিতা ঘুরিয়ে মাপ নিতে হয়।

চিত্র ১৯.৪ ঃ কোমরের মাপ

৪. হিপ

হিপের মাপ হচ্ছে কোমরের রেখার ৫-৭ ইঞ্চি নিচে হিপের সবচেয়ে স্ফীত অংশের ফিতা ঘুরিয়ে যে ঘের পাওয়া যায়।

এই মাপ নেওয়ার নিয়ম হল-

(ক) যার মাপ নিবেন তাকে দুই হাঁটু ও গোড়ালী একত্র করে স্বাভাবিক ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলুন।

(খ) তারপর কোমর থেকে ৫-৭ ইঞ্চি নিচে হিপের সর্বোচ্চ স্ফীত অংশের চারিদিকে ফিতা ঘুরিয়ে মাপ নিন।

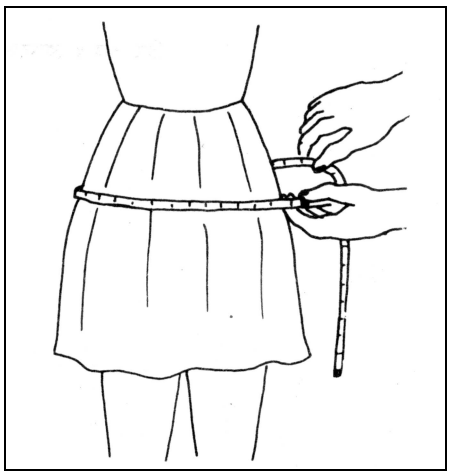

চিত্র ১৯.৫ঃ হিপের মাপ

৫. পুট

মেরুদন্ডের হাড় থেকে কাঁধ ও হাতের সংযোগ স্থল পর্যন্ত অংশে ফিতা ধরে পুটের মাপ নিন।

চিত্র ১৯.৬ ঃ পুটের মাপ

৬. হাতের লম্বা

কাঁধ ও হাতের সংযোগ স্থলে ফিতার মাথার দিকটি ধরে হাতের লম্বার মাপ নিন। এই ক্ষেত্রে ছোট বা লম্বা হাতা পরিধানকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী হতে পারে।

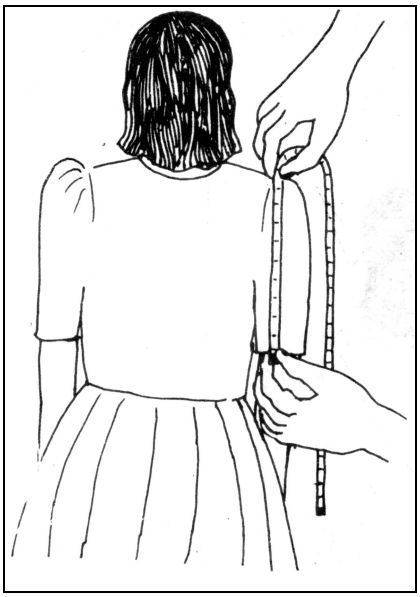

চিত্র ১৯.৭ ঃ হাতার লম্বা

৭. মুহুরী

মুহুরী বলতে বোঝায় হাতার লম্বার শেষ প্রান্তের পরিধি। এটা কনুই বা বাহুর পরিধি হতে পারে বা হাতার লম্বা যে পর্যন্ত হবে সেই স্থানের পরিধির মাপ। সালোয়ারের ক্ষেত্রে সালোয়ার বা পায়জামা বা প্যান্টের নিচের প্রান্তের ঘের কতটুকু হবে তা বোঝায়।

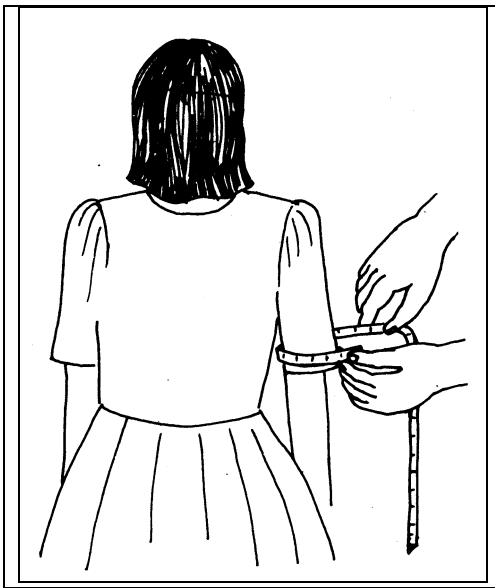

চিত্র ১৯.৮ ঃ হাতের মুহুরী

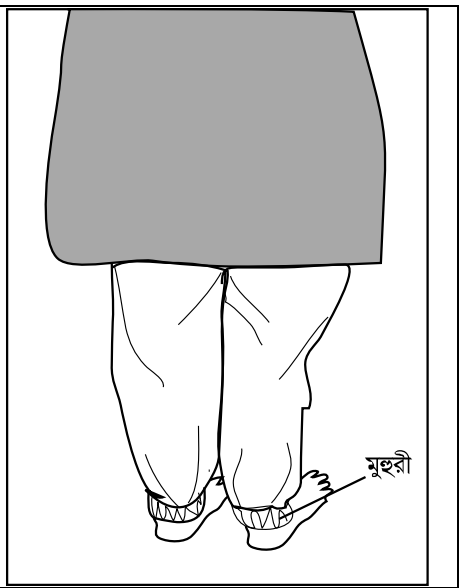

চিত্র ১৯.৯ ঃ পায়ের মুহুরী

এভাবে মাপ নেওয়ার সাথে সাথে তা লিখে রাখতে হবে।

ছাঁটার আগে বস্ত্রের প্রস্তুতি ঃ

১. পোশাকের প্রয়োজন অনুযায়ী যতটুকু কাপড় লাগে তা কিনে নিতে হবে।
২. কাপড় যদি সুতি হয় তাহলে বেশ কিছু সময় পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরে ধুয়ে নিতে হবে যাতে যতটুকু সংকুচিত হবার তা কাপড় কাটার আগে হয়ে যায়।
৩. কাপড় বাতাসে শুকিয়ে টেবিলের ধারে এর টানার দিকে হাত দিয়ে টেনে কাপড়ের ধার সোজা করতে হবে।
৪. যে বস্ত্রের যতটুকু উষ্ণতা দরকার সেই অনুযায়ী ইস্ত্রি গরম করে কাপড়টি ইস্ত্রি করে নিতে হবে। কাপড় কাটার জন্য এখন তৈরি হল এবং মাপ অনুযায়ী কাপড় কেটে সেলাই করুন। দেখবেন আপনার মাপমত সুন্দর একটি পোশাক তৈরি হয়েছে।

পাঠ ১৯.৩

সেলাইয়ের বিশেষ নিয়ম-কানুন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পোশাক তৈরির জন্য কিছু সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পোশাক তৈরির সময় আপনি এই নিয়মগুলি মনে রেখে যথাযথ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে মানসম্মত পোশাক তৈরি করতে পারবেন।

গৃহে বসে বিভিন্ন ধরনের পোশাক তৈরি করা যায়। পরিবারের সদস্যরা সুদক্ষ ও সুনিপুণ হলে তা হয়ে উঠে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। সেলাই বিদ্যায় পারদর্শী হতে হলে সেলাইয়ের কিছু সাধারণ ও বিশেষ নিয়ম-কানুন রয়েছে। যা মানসম্মত পোশাক তৈরির জন্য অবশ্যই বিবেচ্য বিষয়। সেলাইয়ের এই নিয়মকানুনগুলি হল-

১. কাপড় কাটার পর প্রথম টাক দিয়ে পোশাকের বিভিন্ন অংশ জোড়া দিতে হবে এতে পোশাকের আকারে কোন ত্রুটি থাকলে কিংবা গায়ে ভালোভাবে ফিট না করলে সেলাইয়ের আগেই তা ধরা পড়ে। এতে করে সহজে ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয়।
২. প্রথমে জামা সেলাই করতে গেলে কাঁধ জোড়া দিতে হবে।
৩. হাতা জোড়া দেয়ার সময় ৫ মি.মি. এর বেশি ভিতরে সেলাই করলে পোশাকের ফিটিং ভালো হয় না।
৪. গলার পাইপিং বা পট্টি লাগাবার সময় ৫ মি.মি. এর কম রেখে সেলাই করা উচিত। ধার মোটা করে সেলাই করলে পাইপিং বা পট্টি ভালোভাবে বসে না।
৫. গলার পাইপিং ও পট্টি লাগিয়ে ইস্ত্রি করে চাপ দিয়ে বসাতে হবে।
৬. পোশাকের লম্বা অনুসারে কাপড় রেখে পোশাকের নিচে বাড়তি অংশ ভাঁজ করে প্রথমে হাতে টাক দিয়ে পরে দেখে নিতে হবে। এতে করে মাপ অনুযায়ী সঠিক লম্বা হয়েছে কিনা তা বোঝা যাবে।
৭. সেলাইয়ের সময় মাপার ফিতার ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। এতে করে মাপ নির্ধারণ সঠিক হয়।
৮. হাতার লম্বা মেপে বাড়তি অংশ মুড়িয়ে নিতে হবে। তাহলে হাতার লম্বা বা ঝুল প্রয়োজন অনুযায়ী হবে।

সাবধানতা

১. কাপড় হাতে নিয়েই চোখের আন্দাজে কাপড় কেটে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।
২. কাপড় কাটার পূর্বে নির্দেশনা অনুসারে কাপড় ভাঁজ করে ড্রাফট রেখে পোশাকের ডিজাইন অনুসারে কাপড়ে দাগ টেনে নিতে হবে। এই কাজে কালি, কলম, বলপেন, ইত্যাদির পরিবর্তে দর্জিচক ব্যবহার করা উচিত।
৩. সেলাইয়ের জন্য জায়গা রেখে দাগ দিয়ে কাপড় দাগের পাশ দিয়ে কাটতে হবে।
৪. দাগ টানার সময় কাপড়ের কোথাও যাতে কুঁচকে না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫. পট্টি বা পাইপিং লাগানোর সময় পোশাকের গলা যাতে কুঁচকে না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
৬. গলা সেলাইয়ের আগে পোশাকের দুই পাশে জোড়া দেয়া ঠিক নয়।
৭. পোশাকটিকে পরবর্তী সময়ে ঢিলা করার সুযোগ রেখে পাশ সেলাই করতে হবে। পাশ এমন ভাবে কাটা যাবে না যাতে প্রয়োজনের সময় বাড়ানো না যায়।
৮. সিনথেটিক বা যেসব কাপড়ে খোলা ধার থেকে সহজে সুতা উঠে সেই সমস্ড় কাপড়ের দুপাশ জোড়া দেয়ার পর জিগজ্যাগ কাচি দিয়ে কাটতে হবে অথবা ওভারলক সেলাই দিয়ে ধার থেকে সুতা উঠা বন্ধ করতে হবে। তা হলে সুতা উঠে কাপড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
৯. কাপড়ের প্রিন্ট বা ছাপা যাতে একই দিকে থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কাটার সময় পোশাকের কোন অংশে ছাপা ঘুরে গেলে ডিজাইন বাঁকা দেখাবে। ফলে দৃষ্টিকটু লাগবে।
১০. চেক কাপড়ের উপর সেই কাপড়ের পট্টি দিতে হলে চেক ছাপার সাথে মিলিয়ে পট্টি দিতে হবে।
১১. কাপড়ের রঙের সাথে মিলিয়ে সুতা ব্যবহার করতে হবে। এমন সুতা দিয়ে সেলাই করা উচিত না যাতে রং উঠে কাপড়ে লাগে বা সুতা সাদা হয়ে যায়।

পাঠ ১৯.৪

সালোয়ার ড্রাফটিং, ছাঁটা ও সেলাই

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সালোয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ নিতে পারবেন।
- সালোয়ারের ড্রাফটিং করতে পারবেন।
- সালোয়ারের সেলাই করতে পারবেন।

সালোয়ার ছেলেমেয়ে সবাই পরতে পারে। বিশেষ করে কামিজের সাথে কিশোরী মেয়েরাই বেশি পরে থাকে। সালোয়ার পরিধানকারীর কোমর পর্যন্ত ঢেকে থাকে। কামিজের সাথে মিল রেখে বিভিন্ন কাপড় দিয়ে সালোয়ার তৈরি করা হয়।

সালোয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ

১. ঝুল কোমর থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত মাপ
২. হিপের মাপ
৩. পায়ের মুহুরীর মাপ

সালোয়ারের জন্য কাপড় হিসাব নিম্নলিখিত উপায়ে হিসাব করা হয়-
সালোয়ারের জন্য মোট ঝুলের দ্বিগুণ + ৩০ সে.মি. কাপড় প্রয়োজন হয়।
কাপড়ের মাপ ২ হাত বা ২১/২ হাত বহরের হতে পারে। তবে ২১/২ হাত বহরের কাপড়ে তৈরি সালোয়ারে ২ হাত বহরের কাপড় অপেক্ষা বেশি ঘের হয়। সেভাবে পছন্দ অনুযায়ী ঘের কমবেশি করা যায়। আজকাল দেখা যায় সালোয়ারে একবারে কোমরের ঢোলা কুচির ব্যবস্থা না রেখে ১৮ সে.মি. পট্টি বা 'ইউক' দিয়ে নিচে নামিয়ে বড় বা ছোট কুচি ইচ্ছামত দেয়া হয়। যেটাই হোক না কেন মূল ছাঁট একই। শুধু সেটাতে ১৮ সে.মি. বা 'ইউক' জোড়া দিতে হবে তাই ঐ পরিমাণ কাপড় ঝুলে কম কাটতে হয়।

সালোয়ারের ড্রাফটিং ও ছাঁটা

১. কখ = পায়ের মুহুরীর মাপের ১/২+১.৫ সে.মি.

কগ = সালোয়ার ঝুল + কোমরের সাধারণ পট্টির জন্য ৫ সে.মি. + ১.২ সে.মি.
চিত্র ১৯.১০ এর কখগঘ অনুযায়ী আয়তক্ষেত্র কেটে নিন

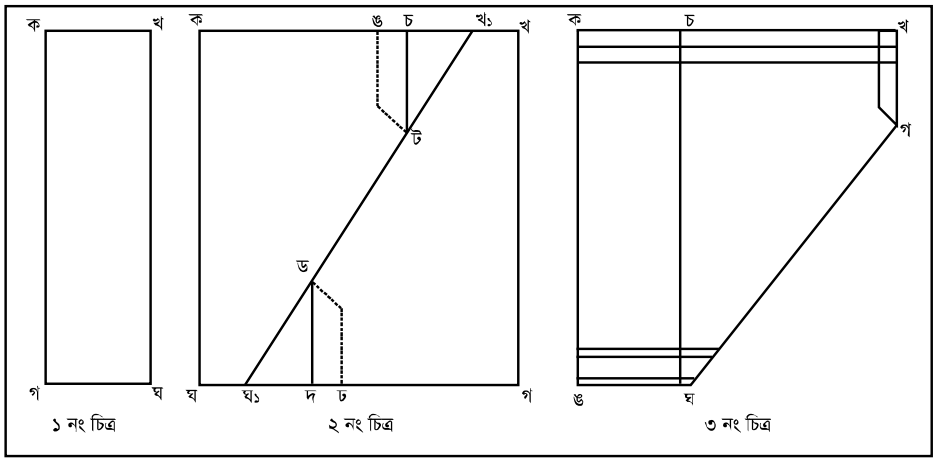

চিত্র ১৯.১০ : সালোয়ারের ড্রাফটিং

সালোয়ারের এই নকশা করার সময় (১নং চিত্র) কাপড়ের দৈর্ঘ্যের দিক থেকে কগ মাপ অনুযায়ী কাপড় কেটে নিন এই টুকরা কাপড় লম্বালম্বিভাবে ৪ ভাঁজ করুন কখ এর মাপ অনুযায়ী। তারপর কাপড়ের ভাঁজ লাইন রেখে ১নং চিত্রের কখ গঘ অনুযায়ী আয়তক্ষেত্র কেটে নিন।

২. এবার অবশিষ্ট কাপড়কে ২ নং চিত্র অনুযায়ী লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ করুন। কখগঘ আয়তক্ষেত্র তৈরি হল। এরপর খ থেকে ১.২ সে. মি. ক এর দিকে খ১ চিহ্নিত করুন এবং ঘ থেকে গ এর দিকে ১.২ সে.মি. দূরে ঘ১ চিহ্নিত করুন। এরপর ২ নং চিত্র অনুসারে খ১ ঘ১ কোণাকুণি যোগ করুন ও কেটে নিন। এখন চিত্র অনুযায়ী কখ ও গঘ রেখার খ১ ঘ১ রেখার উপর চট ও ডদ লম্ব আঁকুন।

চট এবং ডদ = হিপের মাপের $^{১}/_{৪}$ + ১৮ সে.মি.। এটি হবে সালোয়ারের হাই। এরপর চিত্র অনুযায়ী ডঢ ও ঙট শেইপ করুন। এখন কাপড়ের কাটা অংশগুলো ৩নং চিত্র অনুযায়ী বসান।

সালোয়ারের সেলাই

১. প্রথমে ১নং ছাঁটা অংশের সাথে ২নং ছাঁটা কাপড়ের অংশকে ৩নং চিত্র অনুসারে সেলাই করুন।
২. মহুরী পছন্দমত চওড়া করে ভিতর বকরম দিয়ে ঘন সেলাই দিয়ে নকশা করুন।
৩. এরপর কোমরের পট্টির মুখ কোনা করে ফিতা ঢুকানোর ব্যবস্থা রেখে সেলাই করুন। তারপর উভয় অংশের হাইয়ের স্থানকে একটির সাথে অন্যটি জোড়া দিন।
৪. এরপর নিচে এক পায়ের মহুরী থেকে ঘুরিয়ে অন্য পায়ের মুহুরী পর্যন্ত সেলাই করুন।
৫. চিকন ও লম্বা টুকরা কাপড় দিয়ে সালোয়ারের ফিতা তৈরি করুন।
৬. ইস্ত্রি করে সালোয়ারের ভাঁজ ঠিক করুন।

পাঠ ১৯.৫

কামিজের ড্রাফটিং, ছাঁটা ও সেলাই

উদ্দেশ্য

- কামিজের জন্য প্রয়োজনীয় মাপ দিয়ে ড্রাফটিং করতে পারবেন।
- নিজের চাহিদা অনুযায়ী কামিজ তৈরি করতে পারবেন।
- একটা কামিজ বানাতে কতটুকু কাপড় দরকার তা হিসাব দিতে পারবেন।

কামিজের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়ের পরিমাণ

কামিজের জন্য কতটুকু কাপড় লাগবে তার হিসাব বের করতে হলে নিম্নলিখিত ফর্মূলা অনুসরণ করতে হবে।

কামিজের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় = কামিজের মোট ঝুলের দিগুণ + ১০ সে.মি. + হাতার লম্বা তবে আড়াই হাত বা আরও বেশি বহরের কাপড় হলে-

কামিজের মোট ঝুলের দ্বিগুণ + ১০ সে.মি. যথেষ্ট।

তবে আজকাল কামিজের ঘের বেশি দেয়া হয় বলে কাপড় বেশি লাগে।

কামিজ তৈরির জন্য দেহের প্রয়োজনীয় মাপ

১. বুকের মাপ
২. কোমরের মাপ
৩. হিপের মাপ
৪. ঝুল/কামিজের মোট লম্বা
৫. কাঁধ বা পুট
৬. ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত
৭. হাতার মুহুরী
৮. গলার ঘের
৯. হাতার লম্বা

কামিজের ড্রাফটিং (সামনের ও পিছনের অংশ)

যারা প্রথম ড্রাফটিং করছেন তারা বাদামি কাগজ নিন। কাগজের উপর নিম্নলিখিত উপায়ে মাপ অনুযায়ী দাগ দিন।

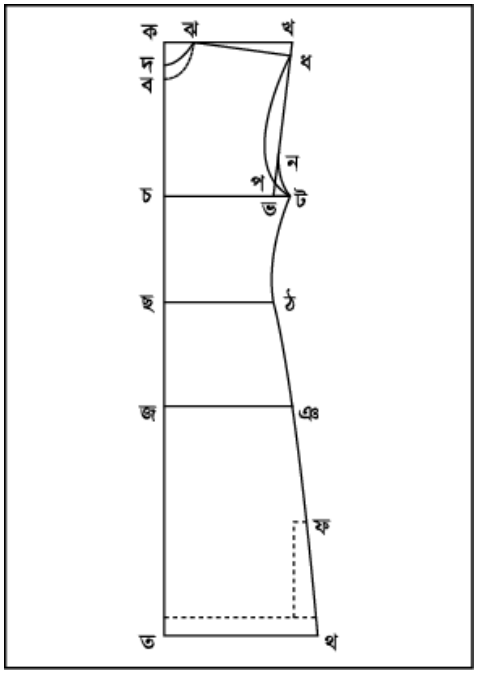

চিত্র ১৯.১১: কামিজের ড্রাফটিং

কখ = পুট +১.৫ সে. মি.
(মনে করি পুটের মাপ ১৭.৫ সে. মি.। তাহলে কখ = ১৭.৫ +১.৫ সে.মি.)

কচ = বুকের মাপের $^{১}/_{৪}$ অংশ

(মনে করি বুকের মাপ ৮০ সে. মি.। তাহলে কচ = $^{৮০}/_{৪}$ = ২০ সে.মি)

কছ = ঘাড়ের উঁচু হাড় থেকে কোমর পর্যন্ত ঝুল
কজ = কোমর পর্যন্ত ঝুল + ১৭. সে. মি. (এটাই ঘাড়ের মধ্যের হাড় থেকে হিপ পর্যন্ত ঝুল)
মনে করি কোমর পর্যন্ত ঝুল ৩৮ সে.মি
∴ কজ = ৩৮ সে. মি. + ১৭ সে.মি.
অর্থাৎ কজ = ৫৫ সে. মি.।
কত = কামিজের ঝুল + ৭.৫ সে.মি. (নিচের মুড়ির জন্য)
(মনে করি কামিজের ঝুল ১ মিটার তাহলে কত = ১ মিটার + ৭.৫ সেন্টিমিটার)

এইবার চট, ছঠ, জঞ এবং তথ রেখা নিম্নলিখিত মাপ অনুযায়ী টানি।

চট = বুকের $^{১}/_{৪}$ + ৩.৭ সে. মি. + ২ সে.মি.

ছঠ = কোমরের মাপের $^{১}/_{৪}$ + ২.৫ সে.মি. + ২ সে.মি.

জঞ = হিপের মাপের $^{১}/_{৪}$ + ২.৫ সে.মি. + ২ সে.মি.

তথ = জঞ + ৪.৫ সে.মি.

ক থেকে ভাজ লাইনের ৩.২ সে.মি. নিচে দ চিহ্নিত করি। কখ রেখার ক থেকে ঝ চিহ্নিত করি, যেন-

কঝ = পুটের মাপের $^{১}/_{৬}$ অংশ

এবার দঝ যোগ করি বাঁকা রেখা দিয়ে (চিত্র ১৯.১১) অনুযায়ী।

খ থেকে ১.৫ সে. মি. নিচে ধ চিহ্নিত করি ও ঝধ যোগ করি। সামনের গলার জন্য পছন্দ অনুযায়ী আরও কিছুটা নিচে ব চিহ্নিত করি ও বঝ যোগ করি।এখন খ থেকে চট রেখার উপর একটি লম্ব আঁকি। এই লম্বটি চট রেখার ভ বিন্দুতে মিলিত হল। ভ থেকে ৬ সি. মি. উপরে ন চিহ্নিত করি ও ট ন ধ চিত্র ১৯.১১ অনুসারে যোগ করি। তারপর কামিজের সামনের অংশ শেইপ করার জন্য ন থেকে ২ সে. মি. ভিতরে প চিহ্নিত করি এবং ট প ধ যোগ করলে সামনের বগলের শেইপ হবে। এরপর চিত্র ১৯.১১ অনুসারে হালকা বাঁকা রেখা দিয়ে ট ঠ ঞ থ যোগ করি থ থেকে ৩০ সে. মি. উপরে ফ চিহ্নিত করি। এটা কামিজের পাশের খোলা স্থান।

হাতা

কগ = হাতার লম্বা

কখ = বুকের মাপের $^{১}/_{৪}$ অংশ

ক খ ঘ গ একটি আয়তক্ষেত্র আঁকি। এরপর ক থেকে ৯ সে. মি. দূরে ঙ চিহ্নিত করি। এবং ঙচ লম্ব আঁকি। এরপর কচ তীর্যকভাবে যোগ করি।

কচ রেখার চ থেকে ৭.৫ সে. মি. উপরে বিন্দু দেই। এই বিন্দু থেকে ২ সে. মি. বায়ে ঠ চিহ্নিত করি এবং ২ সে.মি. ডানে ট চিহ্নিত করি।

তারপর চিত্র-১৯.১২ অনুযায়ী কটচ এবং কঠচ যুক্ত করি। গ ঘ রেখায় দ চিহ্নিত করি

গদ = হাতের মুহুরীর $^{১}/_{২}$ + ২ সে.মি.

এবার চদ যোগ করি।

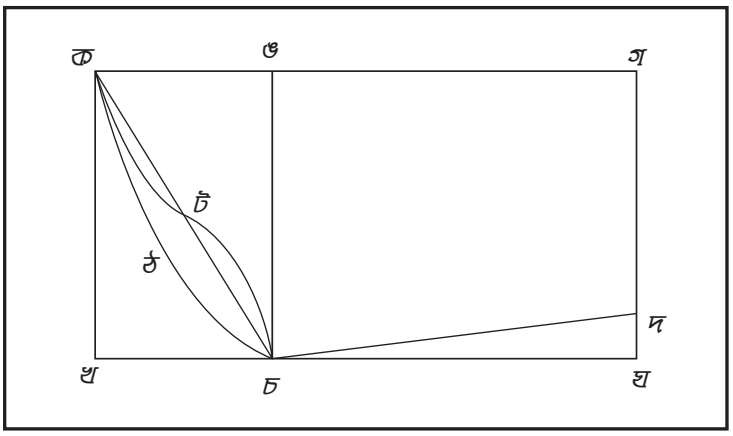

চিত্র ১৯.১২ : কামিজের হাতার ড্রাফটিং

ড্রাফটিং অনুযায়ী কামিজ ছাঁটা

১. প্রথমে কাপড়ের দৈর্ঘ্যের দিক থেকে কামিজের ঝুলের দ্বিগুণ + ৭.৫ সে. মি. কাপড় কেটে নিন।

২. এই বার কাপড়টিতে দৈর্ঘ্যের দিকে একবার সমান ভাবে ভাঁজ করুন। আবার প্রস্থের দিকে সমান ভাবে ভাঁজ করুন। এতে চার ভাঁজ হল।
৩. কামিজের মূল ছাঁটের চিত্র **১৯.১১** অনুসরণ করুন। চার ভাঁজের কোণার ভাঁজ লাইনে 'ক' চিহ্ন দিন। এইবার ছাঁটের চিত্র অনুযায়ী ড্রাফটিং করুন।
৪. কামিজ ছাঁটার সময় কাপড়ের ভাঁজ লাইন থেকে শুরু করা উচিত। তাই ক∅ ঝ∅ ধ∅ ন∅ ট∅ ঠ∅ ঞ∅ থ∅ ত∅ক এভাবে কামিজ ছেঁটে নিন।
৫. সামনের অংশের জন্য ধ প ট চিত্র অনুসারে এর পিছনের অংশের জন্য ধ ন ট অনসারে ছাঁটুন।
৬. গলার শেইপ পছন্দমত ছাঁটুন।
৭. হাতা চিত্র **১৯.১২** অনুসারে প্রথম ক∅ ঠ∅ চ∅দ∅ গ∅ক এভাবে ছাঁটুন। এরপর হাতার ভাঁজ খুলে সামনের অংশে চ ট ক শেইপ করুন
৮. গলার পট্টি লাগানোর জন্য পট্টি কাটার নির্দেশনা চিত্র **১৯.১৩** তে দেখান হল।

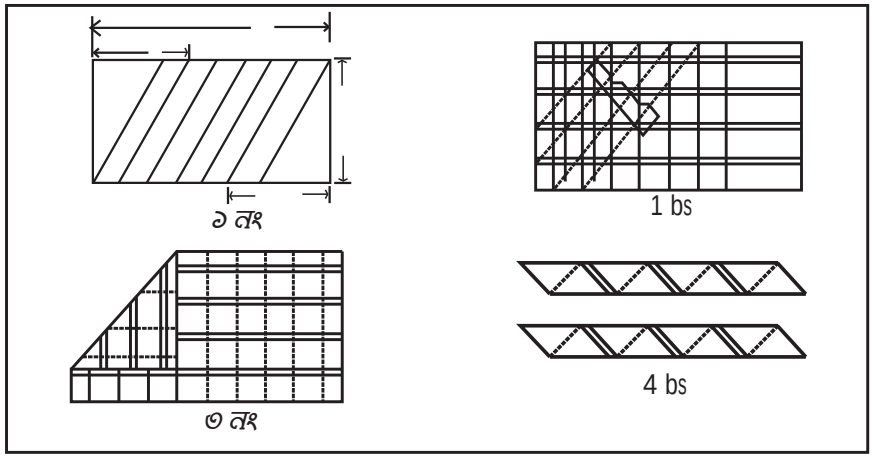

চিত্র **১৯.১৩** : গলার তেরসা পট্টি কাটা ধাপ

সেলাই

১. প্রথমে দু কাঁধ (৫ মি. মি. ভিতরে) সেলাই করুন। কাঁধে বোতাম পট্টি দিয়ে সেলাই করুন।
২. তেরসা পট্টি (চিত্র **১৯.১৩**) কেটে গলায় বসিয়ে নিন এবং হেম করুন।
৩. এরপর কামিজের দুই পাশ ২ সে. মি. ভিতরের দিকে সেলাই দিয়ে জোড়া দিন। নিচে দুপাশ ৩০ সে. মি. খোলা রাখুন (এই খোলা অংশটা ইচ্ছা ও ফ্যাশন অনুযায়ী হতে পারে)।
৪. এবার হাতার লম্বা ঠিক রেখে মুড়ি সেলাই করুন।
৫. হাতের দুই পাশ ২ সে. মি. জোড়া দিন।
৬. কামিজের বগলের সাথে হাত বসিয়ে ৫ মি. মি. ভিতরে সামনে ও পিছনের অংশের সাথে সংগতি রেখে জোড়া দিন। হাতের সামনের অংশের সাথে কামিজের সামনের অংশ এবং পিছনের অংশের সাথে পিছনের অংশ জোড়া হবে।
৭. কামিজের নিচের দুইপাশের খোলা অংশ চিকন মুড়ি দিয়ে হেম দিন।
৮. এরপর কামিজের নিচের মুড়ি ভাজ করে সেলাই করুন।
৯. কাঁধে বোতাম বা হুক লাগান।
১০. সব শেষে ইস্ত্রি করে কামিজের ভাঁজগুলি ঠিক করুন।

পাঠ ১৯.৬

উলের ব্লাউজ বোনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- উলের পুরুত্বের উপর (উলের প্লাই অনুযায়ী) নির্ভর করে বুননের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘরের হিসাব করতে পারবেন।
- উল বোনার জন্য প্রয়েজনীয় জিনিসের বর্ণনা করতে পারবেন।
- উলের ব্লাউজ তৈরি করতে পারবেন।

মাপ : সাইজ ৩২”

মোট লম্বা	= ৫১ সে. মি.
বুকের ঘের	= ৭৪ সে. মি.
কোমরের ঘের	= ৬১ সে.মি.
হাতার লম্বা	= ২৩ সে.মি.
হাতার মুহুরী	= ২০-২১ সে.মি.
বাহুর ঘের	= ৩৬ সে.মি.
বর্ডার	= ৫ সে.মি.
গলার পট্টি	= ২.৫ সে.মি.

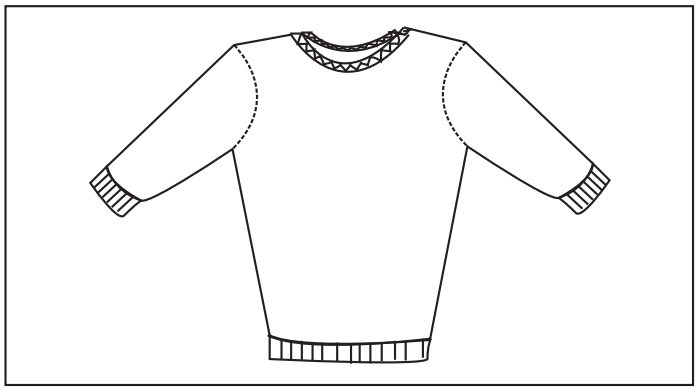

চিত্র ১৯.১৪ : উলের ব্লাউজ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. পছন্দমত রঙের উল (৪ প্লাই উল)
২. উল বোনা কাঁটা (১১ নং, ৯ নং)
৩. কার্পেট সূঁচ

৪. কাঁচি

সামনের অংশ বোনা

১. ১১ নং কাঁটায় ৯০ ঘর তুলে এক ঘর সোজা ও এক ঘর উল্টো করে সবগুলো ঘর শক্তভাবে বুনবেন। মোট ২০ কাঁটা অর্থাৎ ১০ বার সোজা ও ১০ বার উল্টো হবে।

২. ৯ নং কাঁটায় সব ঘর সোজা দিক থেকে তুলে নিবেন।

৩. ১০ কাঁটা (৫ বার সোজা ও ৫ বার উল্টা) বোনার পর ১ টি করে দু পাশে ২ টি ঘর বাড়বে।

৪. এভাবে আরও ৩ বার ১০ কাঁটা পর পর ঘর বাড়াতে হবে। ফলে ৪∞২ = ৮ টি ঘর বেড়ে মোট ৯০+ ৮ = ৯৮ টি ঘর হবে।

৫. এর পর প্রতি ৬ কাঁটা পর পর ১টি করে দু দিকে দুটি ঘর বাড়াতে হবে। ৭ বারে ১৪টি ঘর বাড়বে। ফলে মোট ২২ টি ঘর বাড়বে। এখন কাঁটায় ৯৮+১৪ =১১২ ঘর হবে।

৬. এরপর প্রতি ৪ কাঁটা পর পর ১টি করে দুপাশে ২টি ঘর বাড়াতে হবে। এভাবে ৩ বার বাড়াতে হবে, তাহলে ৬ টি ঘর বাড়বে। এখন ঘরের সংখ্যা ১১২+৬ = ১১৮টি।

৭. এবার ৬ কাঁটা বুনবেন। এরপর বগল কাটা শুরু করতে হবে।

৮. প্রথমে কাঁটায় শুরুতে ৭টি ঘর বন্ধ করতে হবে। একই ভাবে উল্টো কাঁটার শুরুতে ৭টি ঘর বন্ধ করবেন।

৯. একই ভাবে পরের কাঁটাগুলোতে প্রথমে ৪টি করে ১ বার তারপর ২টি করে ২ বার, এরপর ১টি করে ২ বার শেষে ২ কাঁটা বুনে আবার ১টি করে ২বার ঘর বন্ধ করবেন। এভাবে এক এক পাশে ১৯টি করে দুই পাশে মোট ৩৮টি ঘর বন্ধ করা হল। তাহলে কাঁটায় (১১৮-৩৮) টি ঘর রইল।

১০. এর পর ৩০ কাঁটা বুনে যেতে হবে। বগল কাটার পর এই পর্যায়ে এসে গলার ঘর বন্ধ করতে হবে।

১১. ডান দিক থেকে ৩৬ টি সোজা ঘর বুনতে হবে।

১২. মাঝে ৮ টি ঘরের মুখ বন্ধ করতে হবে।

১৩. বাকি ৩৬টি ঘর সোজা বুনতে হবে। এতে দুই পাশে ব□াউজ ভাগ হয়ে যাবে। এক পাশের ঘরগুলো বড় সেফটিপিন বা অন্য কাঁটায় তুলে রাখতে হবে। ১ কাঁটা উল্টা বোনার পর উল যেদিকে বাঁধানো থাকলো সেই দিকে গলা কাটতে হবে।

১৪. ৩৬টি ঘর থেকে গলার দিকে প্রথমে ২টি ঘর ফেলতে হবে। ঘুরে এসে আবার গলার দিকে ১টি ঘর করে ২ বার ফেলতে হবে। ৪ কাঁটা বুনে আবার ১টি করে ঘর ২ বার ফেলতে হবে। এভাবে মোট ৬টি ঘর বন্ধ করলে ৩০টি ঘর থাকবে।

১৫. কাঁধের দিকে প্রথমে সোজা কাঁটায় ১০টি ঘরের মুখ বন্ধ করতে হবে। পরে সোজা কাঁটায় আবার ১০টি ঘরের মুখ বন্ধ করতে হবে। ৩ বারে ৩০টি ঘরের মুখ বন্ধ হলে কাঁধ কাটা ও গলা কাটা শেষ হবে।

১৬. পুনরায় অপর পাশে একই ভাবে গলা ও কাঁধ কাটতে হবে (সেফটিপিন বা অন্য কাঁটায় উঠানো ঘরগুলো বুনতে হবে)।

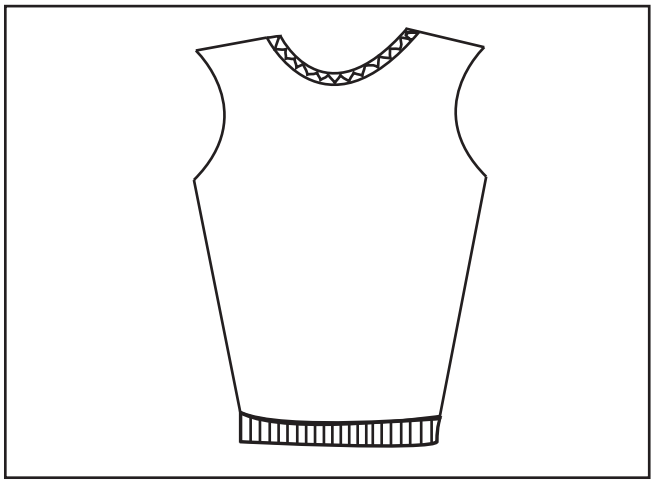

চিত্র ১৯.১৫ : উলের ব্লাউজের সামনের অংশ

পিছনের অংশ বোনা

সামনের অংশের মতো পিছনের অংশ বুনতে হবে। তবে এক্ষেত্রে ঘর কম করে নিতে হবে। নিচে পিছনের অংশ বোনার ধাপগুলো বোঝানো হল-

১. ১১ নং কাঁটায় ৮৬টি ঘর তুলতে হবে। ২০ কাঁটা বর্ডার বুনতে হবে।

২. ৯ নং কাঁটায় ঘর তুলতে হবে।

৩. ১০ কাঁটা পর পর ৪ বারে দুই পাশে ৮টি করে ঘর বাড়বে। (৮৬+৮) = ৯৪টি ঘর বুনতে হবে।

৪. ৬ কাঁটা পর পর ৭ বারে দুই পাশে ১৪টি ঘর বাড়বে। (৯৪+১৪) = ১০৮টি ঘর হবে।

৫. ৪ কাঁটা পর পর ৩ বারে দুই পাশে ৬টি ঘর বাড়াতে হবে। মোট (১০৮+৬) = ১১৪ টি ঘর হবে।

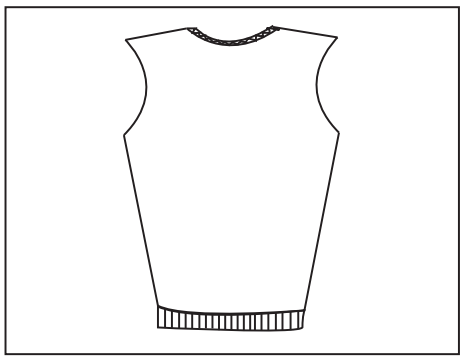

চিত্র ১৯.১৬ : উলের ব্লাউজের পিছনের অংশ

৬. বগল কাটা- সামনের অংশের বগল কাটার নিয়ম অনুসরণ করে নিচের সংখ্যা অনুযায়ী দুই পাশে ঘর বন্ধ করতে হবে ও বুনতে হবে।
(ক) ১১৪-(৭+৭) = ১০০ ঘর
(খ) ১০০-(৪+৪) = ৯২ ঘর
(গ) ৯২-(২+২)-(২+২) = ৮৪ ঘর
(ঘ) ৮৪-(১+১) -(১+১)= ৮০ ঘর

৭. ৪০ কাঁটা বুনতে হবে।
৮. ৩৪টি ঘর সোজা বুনে ১২টি ঘরের মুখ বন্ধ করতে হবে। বাকি ৩৪টি ঘর বুনে যেতে হবে। এতে ব্লাউজ সামনের অংশের মতো দুই পাশে ভাগ হয়ে যাবে।
৯. পরের সোজা কাঁটায় গলার দিকে ২টি করে ২ ঘর বন্ধ করতে হবে।
১০. কাঁধের দিক থেকে ১০টি করে ঘর ৩ বারে ৩০টি ঘরের মুখ বন্ধ করতে হবে।
১১. পুনরায় অপরপাশে একই ভাবে গলা ও কাঁধ কাটতে হবে।

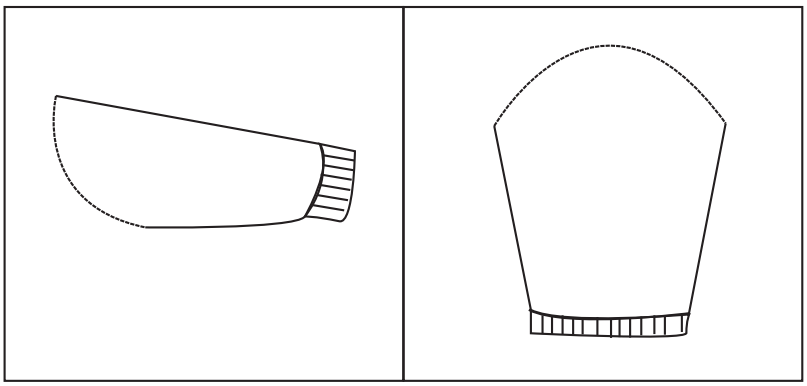

চিত্র ১৯.১৭: উলের ব্লাউজের হাতা

হাতা বোনা

১. ১১ নং কাঁটায় ৬৪টি ঘর নিতে হয়।
২. ১টি সোজা ও ১টি উল্টা করে ২০ কাঁটায় বর্ডার বুনতে হবে।
৩. ৯নং কাঁটায় ঘর তুলে নিতে হবে।
৪. প্রতি ৬ কাঁটা পর পর ১টি করে উভয় পাশে ৪ বারে ৮টি ঘর বাড়াতে হবে।
৫. এরপর প্রতি ৪ কাঁটায় ১টি করে ৬ বার উভয় পাশে ঘর বাড়াতে হবে। এতে ১২টি ঘর বাড়বে। ফলে ২০টি ঘর বেড়ে মোট ঘরের সংখ্যা হবে (৬৪+২০) = ৮৪ টি
৬. ব্লাউজের সমানের অংশের মতো করে ১৬ কাঁটায় বগল কাটতে হবে।
(ক) প্রথমে সোজা কাঁটায় শুরুতে ৭টি ঘর বন্ধ করতে হবে। একইভাবে উল্টা কাঁটার শুরুতে ৭টি ঘর বন্ধ করতে হবে।
(খ) একইভাবে পরের কাঁটাগুলোতে প্রথমে ৪টি করে ১ বার, তারপর ২টি করে ২ বার, এরপর একটি করে ২ বার, শেষে ২ কাঁটা বুনে আবার ১টি করে ২ বার ঘর বন্ধ করবেন। এইভাবে ১৯টি করে দুই পাশে (১৯০২) = ৩৮টি ঘর বন্ধ করা হল। এবং (৮৪-৩৮) = ৪৬টি ঘর কাঁটায় থাকল।

৭. এরপর ২৪ কাঁটা বুনতে হবে।
৮. সব ঘর এক পাশ থেকে মুখ বন্ধ করতে হবে।

জোড়া দেয়া ও গলার বর্ডার তৈরি

১. সামনের অংশ ও পিছনের অংশের সোজা দিক মুখোমুখি রেখে একপাশের কাঁধ উল দিয়ে জোড়া দিতে হবে (কার্পেট সূক্ষ্মচ ব্যবহার করতে হবে)।
২. ১১ নং কাঁটায় সামনের গলা থেকে ৬৪ ঘর এবং পিছনের গলা থেকে ৪৮টি ঘর তুলে নিতে হবে। মোট (৬৪+৪৮) =১১২ টি ঘর হবে।
৩. নিচের বর্ডারের মতো ১টি করে সোজা ও ১টি করে উল্টো ২০ কাঁটা বুনতে হবে। শেষে ১টি করে সোজা ও ১টি করে উল্টো করে সব ঘরের মুখ বন্ধ করে ফেলবেন।
৪. অপর পাশের কাঁধ জোড়া দিতে হবে এবং গলার বর্ডার ঘুরিয়ে দুই মাথা জোড়া দিতে হবে। এর মোট ঘের হবে ৪১ সে. মি.।
৫. বর্ডারটি ভিতরের দিকে মুড়ে দিতে হবে। এটি ২.৫ সে. মি. চওড়া থাকবে দ্বিগুণ পুরু হবে।
৬. একটি করে হাতা একইভাবে জোড়া লাগাতে হবে।
৭. ব্লাউজের অংশগুলি জোড়া দেয়া হয়ে গেলে সামান্য গরম ইস্ত্রি দিয়ে চাপ দিতে হবে। ৪ প্লাই উলের জন্য এই মাপ ও ঘরের সংখ্যা উপযুক্ত হবে। কিন্তু চিকন উল হলে আরও বেশী ঘর নিয়ে শুরু করতে হবে। আবার মোটা উলের ক্ষেত্রে কম ঘর নিতে হবে। এই ব্লাউজ পড়তে অসুবিধা হলে কাঁধে বোতামের ব্যবস্থা করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে বাম কাঁধ জোড়া না দিয়ে বর্ডার বুনে নেওয়া যায়। উভয় অংশে বর্ডার বোনার পর পিছনের অংশের কাঁধের উপর সামনের অংশের কাঁধের বর্ডার বসিয়ে ধার জোড়া দিতে হবে এবং পরে হাতা জোড়া দিতে হবে।

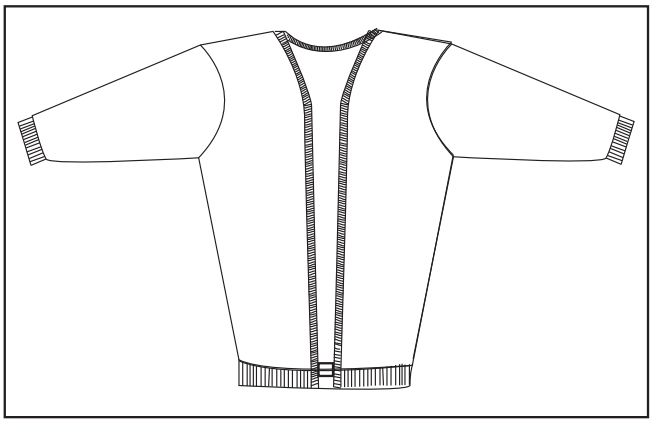

চিত্র ১৯.১৮ : বুক কাটা উলের ব্লাউজ

উলের ব্লাউজের বৈচিত্র্য

উলের ব্লাউজের সামনের বুক কাটা করেও তৈরি করা যায়। সে ক্ষেত্রে সামনের অংশ দুইবারে বুনতে হবে। প্রতি অংশে ৫৫ ঘর অর্থাৎ ৯০⁄২ = ৪৫+১০ = ৫৫ ঘর হিসেবে নিতে হবে। কেননা বোতাম ঘাট করার জন্য পট্টি বাবদ ১০ ঘর থাকবে। এই পট্টি আবার আলাদা বুনেও জোড়া দেয়া যায়। তখন কেবল ৯০⁄২ = ৪৫+১ = ৪৬ ঘর করে নিবেন।

বগল কাটতে শুরু করে ৪ কাঁটা পরই গলা ফেলতে শুরু করবেন। গলার দিকে ১টি করে ঘর প্রতি কাঁটার শুরুতে ফেলতে হবে। উপরে ১০ কাঁটা বাকি থাকতে ঘর ফেলা বন্ধ করতে হবে।
উলের ব্লাউজে অনেক রকম বৈচিত্র্য আনা যায়। যেমন বগল কাটা সাধারণ ভাবে না করে কোনাকুনি ভাবে কাটা যায়। এক্ষেত্রে বগলে প্রথম কাঁটায় ৭টি ঘর করে ঘর বন্ধ করার পরই কাটা শুরু হবে। প্রতি কাঁটায় ১টি করে ঘর ফেলতে হবে। তবে ১ ঘর সোজা ১ ঘর উল্টা এভাবে ৪টি ঘর বুনে নিয়ে ৫ম ঘরে জোড়া বুনলেই সুন্দরভাবে ঘর ফেলা হয়। এই ধরনের বুননকে র‍্যাগলেন বলে।
এছাড়াও উলের ব্লাউজ বোনার সময় একাধিক রঙের উল ব্যবহার করা যায়। এতে রেখার প্রভাব আসে আবার কার্পেট সূক্ষ্মচ দিয়েও বিভিন্ন রঙের উল বা মোটা সুতা ব্যবহার করে ব্লাউজের উপর ফুল, পাতা, ও অন্যান্য নকশা করা যায়।

পাঠ ১৯.৭

পুরানো কাপড় দিয়ে পাপোশ তৈরি

উদ্দেশ্য

- পুরাতন কাপড়ের ব্যবহার করতে পারবেন।
- আকর্ষণীয় পাপোশ তৈরি করতে পারবেন।
- বিভিন্ন নক্শার পাপোশ তৈরি করতে পারবেন।

ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ক্ষেত্রে পাপোশের গুরুত্ব অপরিসীম। বাইরে থেকে ঘরে আসলে জুতার সাথে ধুলোবালি ঘরে প্রবেশ করে। জুতার ধুলো বালি, বাথরুমের স্যান্ডেলের পানি ইত্যাদি মোছার জন্য পাপোশ এর ব্যবহার করা হয়।

অনেকে বাজারের কেনা পাপোশ ব্যবহার করেন আবার অনেকে চট কাপড় ইত্যাদি পাপোশ হিসেবে ব্যবহার করেন।একটু বুদ্ধিমত্তা খাটালে পুরাতন কাপড় দিয়ে ঘরে বসেই সুন্দর পাপোশ তৈরি করা যায়। এতে পয়সা বাঁচে এবং অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে আনন্দ লাভ করা যায়। এছাড়া আকর্ষণীয় ভাবে তৈরি করে অর্থ উপার্জনেরও ব্যবস্থা করা যায়।

পাপোশ -১

প্রয়োজনীয় সামগ্রী

১. পুরাতন চাদর/ বেড কভার/ বালিশের খোল পুরাতন তোষকের কাপড়/ জাজিমের খোলের কাপড়।

২. $^{১}/_{২}$ মিটার চট

৩. মোটা সূক্ষ্মচ

৪. সাদা ও রঙিন সুতা

৫. মাপার ফিতা

৬. কাঁচি

৭. স্কেল

৮. দর্জিচক

মাপ

বিভিন্ন আকার ও আকৃতির পাপোশ তৈরি করা যায়। খাটের পাশে রাখার জন্য ৩০ সে. মি. ∞ ৪৬ সে. মি. মাপই যথেষ্ট।

তৈরি করার পদ্ধতি

১. প্রথমে আসল মাপ (৩০ সে. মি ∞ ৪৬ সে. মি) থেকে সব দিকে ২.৫ সে. মি. ছোট করে অর্থাৎ ২৭.৫ সে. মি. ∞ ৪৩.৫ সে. মি হিসাব চট কেটে নিন। (চিত্র-১)

২. তারপর চটটিকে মাঝখানে রেখে ২ পিঠে চটের মাপে পুরাতন কাপড় তিন চার ভাঁজ করে রান সেলাই করে আটকান (চিত্র-২)

৩. এরপর পুরাতন চাদর বা বালিশের খোল থেকে কাপড় কেটে নিন। আসল মাপের চেয়ে চারিদিকের মুড়ির জন্য ২.৫ সে. মি. কাপড় বেশি নিতে হবে। (চিত্র-৩)

৪. তারপর চটসহ তৈরি বস্তুটির দুইপিঠে কাপড় বসান এবং চারিদিকে মুড়ি সেলাই করুন। (চিত্র-৪)

৫. মাঝখানে ভিতরের কুঁচকানো রোধ করার জন্য মাঝে মাঝে সাদা বা কাপড়ের রঙের সুতা দিয়ে রান সেলাই করে আটকান।

৬. এরপর এর সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য রঙিন সুতা দিয়ে নক্সা করতে পারেন। চারিদিকে এবং মাঝখানে বিভিন্ন সজ্জামূলক ফোঁড় ব্যবহার করেও নকশা সৃষ্টি করা যায়।

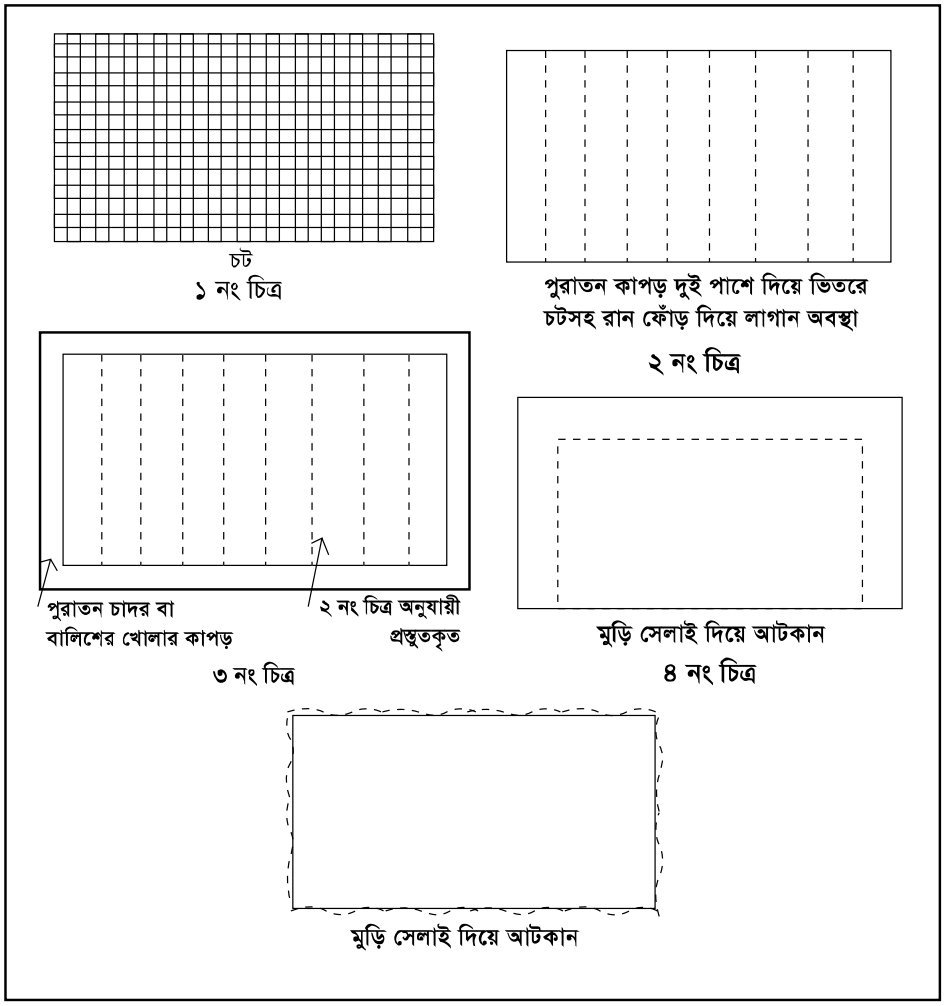

চিত্র ১৯.১৯ : পাপোশ তৈরির ধাপ

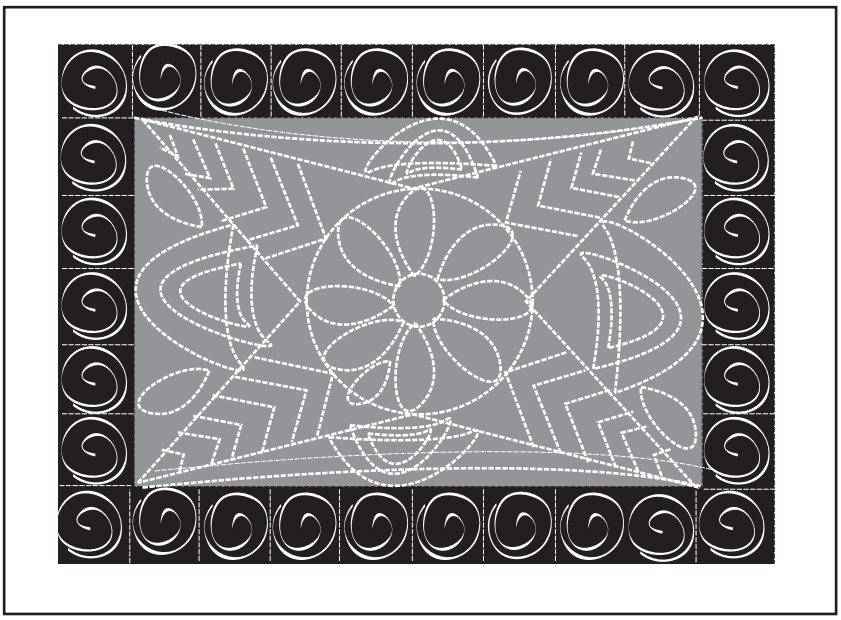

চিত্র ১৯.২০ : পাপোশ

এইভাবে পুরাতন কাপড় দিয়ে বিভিন্ন সজ্জামূলক ফোঁড় ব্যবহারের মাধ্যমে আকর্ষণীয় পাপোশ তৈরি করা যায়। এছাড়া শাড়ীর পুরাতন রঙিন ফলস্ দিয়েও বা পাড় দিয়ে পাপোশের চারিপাশে পট্টি দেয়া যায় এতে আরও আকর্ষণীয় হয়। এই পাপোশ তৈরির জন্য একরঙা যেকোন কাপড়ের পাশাপাশি ছাপা বা প্রিন্টের কাপড়ও ব্যবহৃত হতে পারে।

পাপোশ -২

প্রয়োজনীয় সামগ্রী

১. পুরাতন শাড়ি
২. সাদা ও রঙিন সুতা
৩. মোটা সূচ
৪. কাঁচি
৫. মাপার ফিতা

পদ্ধতি

১. পুরাতন শাড়ির পাড় বাদ দিয়ে মাঝের জমিনের অংশকে লম্বালম্বি ভাবে কেটে নিন।

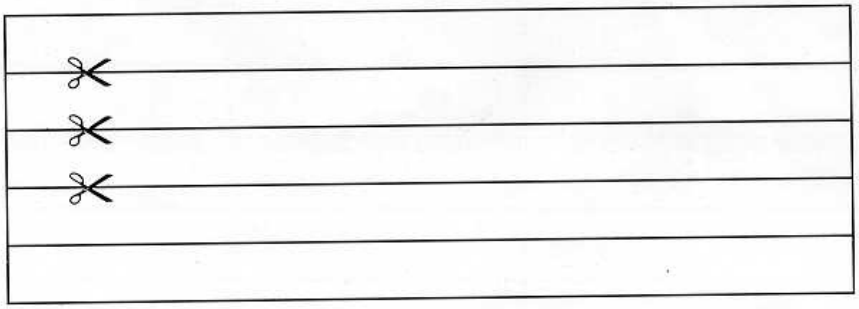

চিত্র ১৯.২১ : পুরাতন শাড়ির লম্বালম্বি ভাবে কাটা অংশগুলি

২. প্রতিটি অংশ সমান করে কাটায় পর ৩টি অংশের মাথা একত্রিত করে সুঁই সুতা দিয়ে সেলাই করে আটকান।

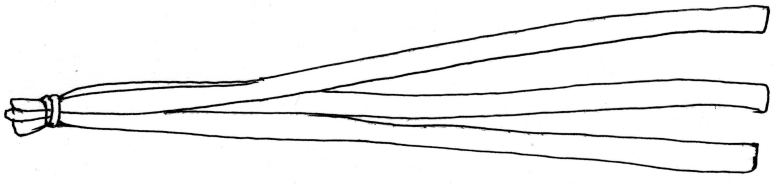

চিত্র ১৯.২২ : ৩টি টুকরার এক প্রান্ত একত্রিত কওে আটকান

৩. এবার বেনী করেন (শক্ত করে)। এভাবে একটি শাড়ি থেকে লম্বা লম্বা কয়েকটি বেনী হল। বেনী অবশ্যই শক্ত করে করতে হবে।

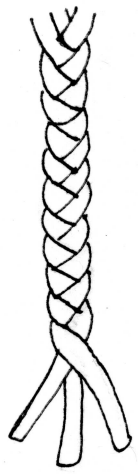

চিত্র ১৯.২৩ ঃ বেনী তৈরি

৪. এইবার বেনীগুলোকে নিম্ন চিত্রের মতো করে সেলাই করে আটকান। একটি বেনী শেষ হলে আর একটি বেনী সেলাই করে যুক্ত করেন এবং শেষ প্রান্তটিও সেলাই করে আটকিয়ে দিন যাতে না খোলে। দেখবেন আকর্ষণীয় পাপোশ তৈরি হয়ে গেছে। এই বেনী দিয়ে তৈরি পাপোশ বিভিন্ন আকারের হতে পারে যেমন বৃত্তাকার, ডিম্বাকার ইত্যাদি। পুরাতন বড় চাদর দিয়েও এইভাবে বেনী গেঁথে পাপোশ মজবুত ও আকর্ষণীয় হয়। বেনীগুলি পাশাপাশি সেলাই করার ফলে একটা আকর্ষণীয় জমিনের সৃষ্টি হয়।

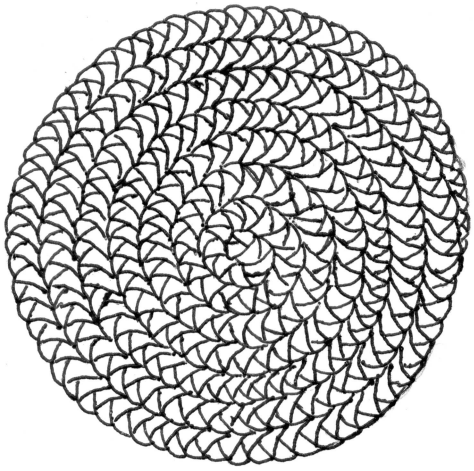

চিত্র ১৯.২৪ ঃ আকর্ষণীয় জমিনের পাপোশ

পরিশিষ্ট

(মানবন্টন ও নমুনা প্রশ্ন)

বিষয় ঃ গার্হস্থ্য অর্থনীতি

মানবন্টন

প্রশ্নের ধরন	পূর্ণমান
রচনামূলক-	৪৮
নৈর্ব্যক্তিক-	১২
ব্যবহারিক-	৪০

রচনামূলক প্রশ্নের মানবন্টন

১-৫ ইউনিট পর্যন্ত ২টি বড় প্রশ্ন থাকবে; কমপক্ষে ১টির উত্তর দিতে হবে।
৬-৯ ইউনিট পর্যন্ত ২টি বড় প্রশ্ন থাকবে; কমপক্ষে ১টির উত্তর দিতে হবে।
১০-১৩ ইউনিট পর্যন্ত ২টি বড় প্রশ্ন থাকবে; কমপক্ষে ১টির উত্তর দিতে হবে।
১৪-১৭ ইউনিট পর্যন্ত ২টি বড় প্রশ্ন থাকবে; কমপক্ষে ১টির উত্তর দিতে হবে।
১-১৭ ইউনিট হতে সর্বমোট (৪+অতিরিক্ত ১) = ৫টির উত্তর দিতে হবে। (৮X৫ = ৪০)
সম্পূর্ণ বই থেকে ৪টি ছোট প্রশ্ন থাকবে; সবকটির উত্তর দিতে হবে। (৪X২ =৮)

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মানবন্টন

সম্পূর্ণ বই থেকে ১২টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে। সবকটির উত্তর দিতে হবে। (১২X১ = ১২)

ব্যবহারিক প্রশ্নের মানবন্টন

খাদ্য ও পুষ্টি থেকে ব্যবহারিক	- ৮
বস্ত্র ও পরিচ্ছদ থেকে ব্যবহারিক	- ৮
মৌখিক	- ৪
শ্রেণির কাজ	- ২০

নমুনা প্রশ্ন

এসএসসি প্রোগ্রাম
গার্হস্থ্য অর্থনীতি (তত্ত্বীয়)
কোর্সকোড : SSC-2608
সময়-২ ঘন্টা
পূর্ণমান-৪৮

[দ্রষ্টব্য ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপন। 'ক-খ'এর প্রতিটি বিভাগ হতে কমপক্ষে ১টি করে মোট ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ঙ বিভাগের সবকটি প্রশ্নের উত্তর বাধ্যতামূলক]

ক বিভাগ

১। গৃহব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝেন? এক জন গৃহিণীর দায়িত্ব ও কর্তব্য আলোচনা করুন। ২+৬ =৮

২। গৃহ সম্পদ কাকে বলে ? এর প্রকারভেদ উল্লেখ করুন। পারিবারিক বাজেট কাকে বলে ? বাজেটের চারটি সুবিধা লিখুন। ৪+২+২ =৮

খ বিভাগ

৩। দুই বছর পর্যন্ত শিশুর খাদ্য কী হওয়া উচিত ? মায়ের দুধের গুণাগুণ আলোচনা করুন। নবজাতকের যত্ন বলতে কিবোঝেন? ২+৩+৩ =৮

৪। কিশোর কিশোরীর মানসিক ও সামাজিক চাহিদাগুলো আলোচনা করুন। শিশুর আচরণগত সমস্যা ব্যাখ্যা করুন। ৬+২ =৮

গ বিভাগ

৫। উদাহরণসহ কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ করুন। ৪+২+২ =৮
মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী কী ? এমাইনো এসিডগুলোর নাম লিখুন।

৬। উৎসসহ পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহের নাম লিখুন ৩+৩+২ =৮
চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন কী কী এবং এদের অভাবে কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় ?
ক্যালসিয়াম ও লৌহের কাজ লিখুন।

ঘ বিভাগ

৭। তন্তু কী ? তন্তুর শ্রেণিবিভাগ দেখান। সুতি ও পশমি তন্তুর বৈশিষ্ট্য ১+৩+৪ =৮
উল্লেখ করুন।

৮। পোশাক নির্বাচনে রং, রেখা ও জমিনের গুরুত্ব ও প্রভাব আলোচনা ৬+২ =৮
করুন। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশ্য কী?

ঙ বিভাগ

৯। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন। ৪X২=৮
(ক) কাজ সহজকরণ ব্যাখ্যা করুন।
(খ) শিশুর জন্য খেলা কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
(গ) হৃদরোগের কারণ ও সাবধানতা উল্লেখ করুন।
(ঘ) পোশাকের পরিপাট্য কীভাবে রক্ষা করা যায় ?